(২৪)

প্রথম আলো

তারিখ ... JUL 27 2006
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

বরিশাল বোর্ডের পরীক্ষার খাতায় পৃষ্ঠা কম, তদন্ত কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *বরিশাল*

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার খাতায় এবার পৃষ্ঠা কম সংযোজন করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, এর মাধ্যমে প্রায় ৩ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে একটি চক্র। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে চার সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ।

শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মহিউদ্দিন জানান, কিছু কিছু খাতায় পৃষ্ঠাসংখ্যা কম দেখা গেছে। কীভাবে এবং কেমন করে এটা হয়েছে তা তদন্তে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওই কমিটি প্রতিবেদন দিলেই মূল ঘটনা জানা যাবে। বোর্ডের সচিব অধ্যাপক মো. শাফিকুর রহমানও *প্রথম আলোকে* একই কথা বলেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোর্ডের একাধিক কর্মকর্তা জানান, এ বছর অনুষ্ঠিত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার খাতা সরবরাহের জন্য বরিশাল নগরীর 'তার প্রিন্টিং প্রেস'কে দায়িত্ব দেয়। চুক্তি অনুযায়ী প্রতিটি খাতায় ১০টি পৃষ্ঠা থাকার কথা থাকলেও ছাপাখানা থেকে বিরতণ করায় খাতার বেশিরভাগেই ছয়টি পৃষ্ঠা ছিল। তারা অভিযোগ করেন, বোর্ডের সেকশন অফিসার (প্রশাসন) মো. আক্তার হোসেন, ক্যাশিয়ার মো. শাহিন মিয়া ও রেকর্ড সাপ্লাইয়ার কে এম নাসির সংশ্লিষ্ট ছাপাখানার মালিকদের যোগসাজশে ওই টাকার ভুয়া ভাউচারে সই করাতে গেলে পদস্থ কর্মকর্তাদের সন্দেহ হয়। এর পরই বোর্ডের চেয়ারম্যান গত ৯ জুলাই সচিব অধ্যাপক মো. শফিকুর রহমান, উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এ বি এম নূরুজ্জামান, সাবেক যুগ্ম সচিব অধ্যাপক এম মোয়াজ্জেম হোসেন ও অধ্যাপক ইসহাক আলীকে সদস্য করে তদন্ত কমিটি গঠন করেন।

'তার প্রেসের ব্যবস্থাপক সঞ্জীব রায় ভুলু এতে কোনো দুর্নীতি করা হয়নি দাবি করে বলেন, খাতা বাঁধাইয়ের সময় ভুলক্রমে দু-একটি খাতায় কাগজ কম দেওয়া হয়ে থাকতে পারে।

গত বছর বোর্ডের অধীন বরিশালের বানারীপাড়ার বাইশারী কেন্দ্রে খাতা কেলেঙ্কারির মাধ্যমে ফলাফল ওলটপালট করে দেওয়া হয়েছিল। পরে তদন্তে বিষয়টি ধরা পড়ে।